মোবাইল ফোন ও আকাশ সংস্কৃতির দাপটে ধ্বংস হচ্ছে সম্ভাবনাময় তারুণ্য

নিঃশেষ হচ্ছে সামাজিক-মানবিক মূল্যবোধ বাড়ছে কিশোর অপরাধ

রেজাউল করিম রাজু, রাজশাহী ব্যুরো

কিশোর অপরাধ বাড়ছে। ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠছে তারা। খুন করা লাশ গুম তাদের কাছে যেন খেলার মত। মাদক সেবন, মোবাইলে পর্নো ছবির প্রতিযোগিতাও চলছে সমানে। হাত বাড়ালে মাদক মেলে আর যত্রতত্র মোবাইলে ডাউনলোড করা যায় পর্নো ছবি। কে কত রগরগে ছবি সেটে ধারণ করতে পারে তার প্রতিযোগিতায় মগ্ন। স্কুল-কলেজ, বিনোদন কেন্দ্র আর মহল্লার মোড়ে গোল হয়ে বসে প্রকাশ্যে দেখছে পর্নো ছবি।

মাদক সেবন আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অর্থ যোগানোর জন্য ছিনতাই ও খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। বন্ধু হয়ে বন্ধুকে খুন করতে একটুকুও হাত কাঁপছে না। খুন করে ধরা পড়ার পরও চোখেমুখে নেই অনুশোচনার ছাপ। অবলীলায় বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে ফিল্মি কায়দায় অপহরণ, ব্ল্যাকমেলিং, জবাই আর লাশ গুমের ঘটনা। ঘটনার সাথে কথিত প্রেমিকাও জড়িয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি ক'টি খুনের ঘটনা আর তার সাথে সবে কলেজে যাওয়া শিক্ষার্থীদের জড়িয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে নগরীর অভিভাবক আর সচেতন মহল। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দুশ্চিন্তার ভাঁজ কপালে। কার ছেলে কখন খুন কিংবা খুনের সাথে জড়িয়ে যায় তা নিয়ে দুশ্চিন্তায়– স্কুল, কলেজ আর কোচিং সেন্টারে যাবার নাম করে ছেলে-মেয়েরা কোথায় যাচ্ছে? কি খাচ্ছে? কাদের সাথে মিশছে?

অনুসন্ধানে দেখা যায়, নগরীর বিনোদন কেন্দ্রগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি টিনএজারদের দখলে। উঠতি বয়সী যুগলদের পদচারণায় মুখরিত। মরা পদ্মা নদীর তীরের ঝোপঝাড় এদের মধুকুঞ্জে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় পার্ক, জিয়া শিশুপার্ক আর ভদ্রা পার্কেও ঠাঁই নেই অবস্থা। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা দেখা যায় বড়কুঠি, পদ্মাপাড় হতে টি বাঁধ পর্যন্ত এলাকায়। মধ্য বালিচরেও খড়ের ঘরে মধুকুঞ্জ গড়ে তুলেছে এক শ্রেণীর দাপুটে মানুষ। চরের কাশবন আরো নিরাপদ। স্কুল- কলেজ ফাঁকি দিয়ে চলে আসছে জোড়ায় জোড়ায়। তাদের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও কাজকারবার চলছে প্রকাশ্যে। লাজলজ্জার বালাই নেই, ভয়ডর নেই। নিরাপদে, নির্বিঘ্নে অপকর্ম করার সুযোগ দানের সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এদের সেবায় নিয়োজিত ফুচকা চটপটিসহ ফাস্টফুডের দোকান। দারুণ বেচাকেনা। দিনভর প্রকাশ্যে অশ্লীলতা আর বেল্লাপনা চলছে। সচেতন মানুষ আঁতকে উঠছে। অথচ যাদের এসব দেখভাল করার কথা তাদের ভূমিকা রহস্যজনক। প্রচারণা রয়েছে এখানকার আয় তাদের পেছনেও নাকি ব্যয় হয়।

মাদকের সহজলভ্যতা, প্রকাশ্যে সেবন ও ফুর্তি করার সুব্যবস্থায় ঝুঁকে পড়েছে তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীসহ যুবক- যুবতীরা। এসবের অর্থ যোগানের জন্য উঠতি বয়সী ছেলেরা জড়িয়ে পড়েছে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। মাত্র কিছুদিন আগে মাদকের টাকা যোগাড়ের জন্য ক'জন তরুণের হাতে জীবন দিতে হলো অটোরিকশা চালক মাইনুল নামে আরেক যুবককে। আটককৃতরা কলেজের ছাত্র। তারা জবানবন্দিতে খুনের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বীকার করেছে কিভাবে আটোরিকশা ছিনতাই করে চালককে হত্যা করে টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। চুরি-ছিনতাইয়ের অপরাধে যারা ধরা পড়ছে তারাও বয়সে তরুণ-কিশোর। নগরীতে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েছে অসম্ভব রকমের। সামান্য রাত হলেই নিস্তার নেই পথচারীর। কোথায় কোন ছিনতাইকারী ওঁৎ পেতে বসে আছে। ছুরির মুখে মোবাইল, মানি ব্যাগ হারানোর ভয় নিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই নগরীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘটছে ছিনতাইয়ের ঘটনা। পুলিশে অভিযোগ করে লাভ নেই বলে সহসা কেউ থানামুখী হন না। ফলে পুলিশের হিসাবের খতিয়ান শূন্য।

চুরি-ছিনতাইয়ের পাশাপাশি খুনের ঘটনায় কিশোর-যুবকদের জড়িয়ে পড়ার ঘটনা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি পুঠিয়ায় সেফটি ট্যাংকের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয় চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী প্রার্থনা সরকারের লাশ। তাকে ধর্ষণ করে হত্যার পর লাশ গুম করে রাখা হয়েছিল। ধর্ষক গালিবকে পুলিশ এখনো

আটক করতে পারেনি। দু'সপ্তাহ আগে তিন বন্ধুর সঙ্গে পদ্মার চরে বেড়াতে গিয়ে আজো ফিরে আসেনি ভদ্রা জামালপুরের কিশোর আল আমিন। বন্ধু ও প্রেমিকের সাথে নৌকায় চেপে পদ্মায় বেড়াতে গিয়ে আজো ফিরে আসেনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুস সালাম আল মাদানীর পুত্র। এমন তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। সর্বশেষ শিকার কলেজ ছাত্র সাদ।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কিশোর-তরুণরা তাদের মাদক সেবন ও মোবাইল ফোনের খরচ, বান্ধবীকে উপহার ও ফুচকা খাওয়ানো, নিজেকে ফিটফাট রাখার খরচ যোগাতে জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন অপরাধে। খুন করতে পিছপা হচ্ছে না। সম্প্রতি বিভিন্ন অপরাধে যাদের আটক করা হচ্ছে তাদের বেশির ভাগের বয়স কুড়ির নিচে। অনেক বস্তির বখাটে তরুণ-যুবক দামি পোশাক আর মোবাইল হাতে নিয়ে নিজেকে বিত্তবান ঘরের ছেলে পরিচয় দিয়ে বিত্তবান মেয়েদের টার্গেট করছে। কোনরকমে ফাঁসিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করছে। মানসম্মানের ভয়ে অনেকে এসব প্রকাশ থেকে বিরত থাকছে।

পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, সামাজিক অস্থিরতা থেকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। লোকবল সংকটের মধ্যেও তারা যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছেন সব ঠিক রাখার। এ ব্যাপারে সচেতন মহল ও অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

বেশ ক'জন অভিভাবক বলেন, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় তারা হিমশিম খাচ্ছেন। ছুটছেন কাজের পেছনে। পরিবারের সদস্যদের প্রতি বেশি নজর দিতে পারছেন না। বিশ্বাসের উপর ভর করে ছেলেমেয়েদের বাইরে যেতে দিতে হচ্ছে। কেউ কেউ বলেন, স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়ে কথিত বিনোদন কেন্দ্রে দিনভর কাটানোর স্থানগুলোয় যদি পুলিশ-র‌্যাব মাঝেমধ্যে একটু তাড়া দিত তা হলে ঐসব আস্তানা ভেঙে যেত। মোড়ে মোড়ে আড্ডায় হানা দিলে তারা সংগঠিত হতে পারত না।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, সামগ্রিকভাবে মানবিক মূল্যবোধের চর্চা শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ঘটছে বিপর্যয়। আকাশ সাংস্কৃতি ও মোবাইল ফোন অনেক ক্ষেত্রে অধঃপতন ঘটাচ্ছে। আঠারো বছরের ছেলেমেয়েদের হাতে মোবাইল ফোন তুলে না দেবার পরামর্শ দেন তারা। ছেলেমেয়েদের ইন্টারনেট ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের একটু নজরদারি রাখা ভাল। মাদকের আখড়াগুলো গুঁড়িয়ে দেবার জন্য কড়া পদক্ষেপ নেবার কথা বলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। পুলিশ ধরলো আর আইনি মারপ্যাঁচে কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে গেল– এমন খেলা বন্ধ করা প্রয়োজন সবার স্বার্থে। ধরা পড়ার পরপর বের হয়ে যাওয়ায় সাহস বাড়ছে। আরো বেপরোয়া হয়ে উঠছে কিশোর অপরাধীরা।

××××××××××××